বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

কৃষি, শিল্প, ও সেবা খাতে সাম্প্রতিক প্রবণতা

ফেব্রুয়ারী ২০১৬

কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার

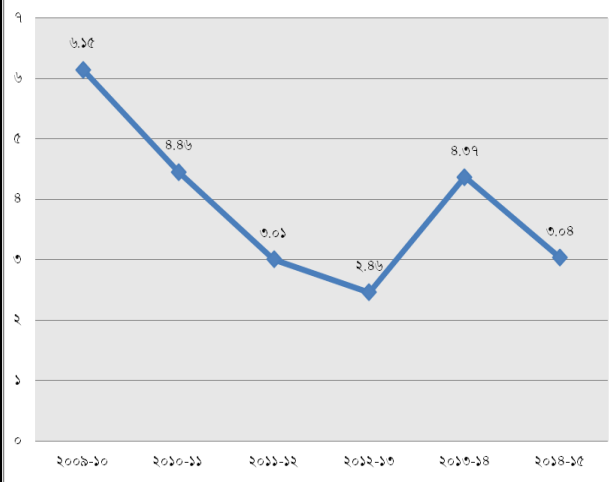

উৎপাদন শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার

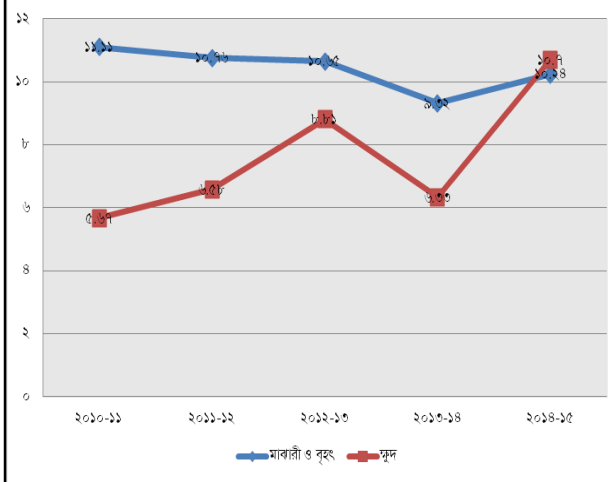

উৎস: উন্নয়ন অন্বেষণ, **কৃষি, শিল্প, ও সেবা খাতে সাম্প্রতিক প্রবণতা**, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারী ২০১৬ ।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ' এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৬ এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী প্রবণতা, একক পণ্য ও স্বল্প সংখ্যক বাজারে কেন্দ্রীভূত রপ্তানির পাশাপাশি মাঝারী ও বৃহৎ উৎপাদন শিল্পে অদক্ষতা, এবং সেবা খাতের মন্থর সম্প্রসারণ প্রবৃদ্ধির ৭ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ব্যাহত করতে পারে বলে আশংকা করা হয়েছে ।

কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হ্রাসের সাম্প্রতিক চিত্র উল্লেখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উক্তখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৩৭ শতাংশ ছিল যা ১.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট কমে গিয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩.০৪ শতাংশ হয় । ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এই খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাসমান উল্লেখ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৫ শতাংশ ছিল যা ২০১০-১১, ২০১১-১২, ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ৪.৪৬ শতাংশ, ৩.০১ শতাংশ, ও ২.৪৬ শতাংশে নেমে আসে ।

উৎপাদন শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির অস্থিতিশীল প্রবণতা ব্যাখ্যা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে এই খাতে গড়ে ১.৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে । ২০১০-১১ অর্থবছরে উৎপাদন শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ১০.০১ শতাংশ ছিল যা ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯.৯৬ শতাংশ, ১০.৩১ শতাংশ, ৮.৭৭ শতাংশ, ও ১০.৩২ শতাংশ হয় ।

সাম্প্রতিক সময়ে বৃহৎ এবং মাঝারী উৎপাদন শিল্পে ২০১০-১১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি ১১.১১ শতাংশ অর্জিত হয় যা পরবর্তী চার অরথবছরেও অর্জন করা সম্ভব হয়নি মন্তব্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১১-১২ অর্থবছরে বৃহৎ ও মাঝারী উৎপাদন শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার ১০.৭৬ শতাংশ ছিল যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০.৬৫ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৩২ শতাংশ, ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১০.২৪ শতাংশ হয় ।

শিল্পোন্নয়নে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহের গুরুত্ব বিবেচনা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এই খাতে প্রবৃদ্ধির হারের নিম্নমুখী প্রবণতাকে আশংকাজনক বলে মন্তব্য করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৪৭ শতাংশ পয়েন্ট প্রবৃদ্ধি ব্যতীত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ খাতে ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসমান। উক্ত খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৩.৩৬ শতাংশ ছিল যা ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১০.৫৮ শতাংশ, ৮.৯৯ শতাংশ, ৪.৫৪ শতাংশ, ও ৭.০১ শতাংশ হয়।

তৈরি পোশাক খাতের উপর রপ্তানি আয়ের নির্ভরশীলতা পূর্বের তুলনায় অধিকতর বেশি নিবিষ্ট হয়েছে বলে মন্তব্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪.২ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ে ৮২.৯ শতাংশ ছিল। রপ্তানি পণ্যে বইচিত্রতার অভাব দেশের বহিঃখাতের ভারসাম্য বাধাগ্রস্ত করতে পারে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আশংকা করে।

মেয়াদী শিল্প ঋণ বণ্টন ও পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক সময়ে হ্রাসমান প্রবণতা লক্ষ্য করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মেয়াদী শিল্প ঋণ বণ্টনের পরিমাণ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ০.৮৬ শতাংশ কমে গিয়ে ১২৬৯৯.৬৮ কোটি টাকা হয়। অন্যদিকে, একই সময় অর্থাৎ বর্তমান অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মেয়াদী শিল্প ঋণ পুনরুদ্ধারের হার গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

মাঝারী ও বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের 'কোয়ান্টাম ইনডেক্স অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশান' এর সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে নভেম্বের সময়ে মাঝারী ও বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের 'কোয়ান্টাম ইনডেক্স অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশান' এর সূচক জুন মাসে সর্বোচ্চ ২৮৫.৫০ হয় যা পরবর্তীতে হ্রাস পেয়ে জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ও নভেম্বের মাসে যথাক্রমে ২৫৩.৬৭, ২৬৫.৬২, ২৩৮.৭০, ২৩৫.০৪, ও ২৫৩.২৪ হয়।

সেবা খাতের সম্প্রসারনের মন্থরগতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ এবং আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসন্তোষজনক প্রবৃদ্ধিকে সেবা খাতের সম্প্রসারণের চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ক্রমহ্রাসমান।

২০১১-১২ অর্থবছরে উক্ত খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৯.১৫ শতাংশ ছিল যা ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৬.২৭ শতাংশ, ৬.০৫ শতাংশ, ও ৫.৯৯ শতাংশ হয়। একইভাবে আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৪.৭৬ শতাংশ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯.১১ শতাংশ, ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৭.২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় যদিও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উক্ত খাতে প্রবৃদ্ধি ১.৫৬ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৩৩ শতাংশে উপনীত হয় ।

উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার বিচক্ষন সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন, শিল্পখাত শক্তিশালীকরণ, ও সেবা খাতের সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যা অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে তরান্বিত করবে।